ইত্তেফাক

008

তারিখ 26 OCT 1985
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

ব্রজমোহন কলেজ

দেশের বিভিন্ন অবহেলিত অঞ্চল, বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য সরকারী আগ্রহের যে কিছুটা অভাব রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করা কঠিন। আর ইহার জন্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। পত্রান্তরে প্রকাশিত একটি চিঠির বিষয়বস্তু হইতেই আমাদের বিশ্বাস, দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে সরকারী ভূমিকার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইবে। এই পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে বৃটিশ আমলের 'বাংলার অক্সফোর্ড' বলিয়া খ্যাত বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের নানা সমস্যা সম্পর্কে। কলেজটিতে ৮টি বিষয়ে অনার্স ও ৪টি বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রীসহ উচ্চ মাধ্যমিক (কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য) শ্রেণীতে কয়েক সহস্র শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা দুই সহস্রাধিক। ইহাদের অর্ধেকের আগমন ঘটিয়াছে দূর-দূরান্তের গ্রাম হইতে। কলেজটিতে ক্লাসরুমের অভাব, অভাব ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলের। ক্লাসরুমের অভাব এত প্রকট যে, সেমিনার ও বিজ্ঞান বিভাগের প্র্যাকটিকাল ক্লাসরুমে তো বটেই, ক্যান্টিন বন্ধ করিয়া সেখানে পর্যন্ত ক্লাস করিতে হয়।

অভিযোগে ইহাও প্রকাশ, ত্রিশ হাজার মূল্যবান গ্রন্থসমৃদ্ধ কলেজ গ্রন্থাগারটি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানো হয় পুরাতন ও ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি দ্বারা। বলা বাহুল্য, দেশের এই সুপ্রাচীন ও খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কর্তৃপক্ষের অবহেলার ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। কলেজ সংলগ্ন হোস্টেলে ছাত্রদের স্থানসংকুলান না হওয়ায় বহু বৎসর পূর্বে দুইটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার একটি প্রায় দুই মাইল দূরে। কিন্তু গত ২০ বছরেও এই বাড়ীটি হুকুম দখল করা হয় নাই; ফলে এই জরাজীর্ণ হোস্টেলটির সংস্কার সম্ভব হয় নাই। অপর ছাত্রাবাস বনমালী হোস্টেলটির অবস্থাও অনুরূপ।

অন্যদিকে শহরে স্বজনহীন দুই হাজার ছাত্রীর জন্য হোস্টেল নির্মাণের কোন উদ্যোগ এখনো নেওয়া হয় নাই। অথচ এই প্রায় দুই সহস্র ছাত্রী বর্তমান-অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় একটি জেলা শহরে কিভাবে একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবে, সংশ্লিষ্ট কেহ তাহা একবারও ভাবিয়া দেখার ফুরসত পান নাই। এছাড়া, চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার ও ঔষধ কোনটাই নাই। থাকার মধ্যে আছেন শুধু একজন এসিস্টান্ট। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত বাসটি ড্রাইভারের অভাবে গ্যারেজে তালাবদ্ধ। বৃষ্টির মৌসুমে কলেজের রাস্তা হইয়া পড়ে কর্দমাক্ত—হাঁটার অনুপযোগী। তদুপরি রহিয়াছে শিক্ষক-কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা।

উল্লেখিত সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ১৮৮৯ সালে, অর্থাৎ ৯৬ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কেন এতকাল যাবৎ কোন নজর দেওয়া হয় নাই? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সরকারী। কিন্তু একটি সরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিরসনে সরকারী ভূমিকা যদি এই হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কি? এই অঞ্চলের নাগরিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আদৌ কি তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে? হইলে উহার সুফল কোথায়? আমরা আপাততঃ শুধু এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি এবং আশা করিতেছি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আলোচ্য ব্রজমোহন কলেজের সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আর কোন বিলম্ব করিবেন না।